তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর:  ১২০৪

**আগামী ২৪ মার্চ শুক্রবার থেকে পবিত্র রমজান মাস গণনা শুরু**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ):

 বাংলাদেশের আকাশে আজ কোথাও ১৪৪৪ হিজরি সনের পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে আগামীকাল ২৩ মার্চ বৃহস্পতিবার পবিত্র শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ হবে এবং আগামী ২৪ মার্চ শুক্রবার থেকে পবিত্র রমজান মাস গণনা করা হবে। পরিপ্রেক্ষিতে, আগামী ১৮ এপ্রিল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পবিত্র শবে কদর পালিত হবে।

**আজ ঢাকায় সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররম** সভাকক্ষে **জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।** ধর্ম বিষয়ক **প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান এতে সভাপতিত্ব করেন**।

**সভায় ১৪৪**৪ **হিজরি সনের পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা সম্পর্কে সকল জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,** আজ **বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র** রমজান **মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া** যায়নি**। ফলে আগামী ১৮ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি. মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পবিত্র শবে কদর পালিত হবে।**

 সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মহা. বশিরুল আলম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মো. ছাইফুল ইসলাম, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মো. নজরুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মো. আবদুল কাদের শেখ, সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ আবদুল জলিল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপ-সচিব মোঃ সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া, ঢাকা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার ইরতিজা হাসান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ আজিজুর রহমান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক (অর্থ) মোঃ জহিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ শাহরিয়ার হক, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, লালবাগ শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি মুহাম্মদ নিয়ামতুল্লাহ, সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ, চকবাজার শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি শেখ নাঈম রেজওয়ান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

শারমীন/এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

Handout Number: 1203

**Outgoing Vietnamese Ambassador calls on State Minister for Foreign Affairs**

Dhaka, 22 March 2023:

The outgoing Ambassador of Viet Nam to Bangladesh Pham Viet Chien called on the State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam at the Ministry of Foreign Affairs in Dhaka today.

The State Minister and the Viet Nam Envoy exchanged greetings and warm felicitations on the historic occasion of the Golden Jubilee of establishment of diplomatic ties between the two friendly countries this year.

Referring to the unprecedented sufferings, immense sacrifice and heroic struggle for independence by both the countries, Shahriar Alam observed that both the countries were fortunate in having the charismatic and visionary leaders like the Father of Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the great leader Ho Chi Minh, who dedicated their lives for the emancipation of the people of their respective nation. He also highlighted the phenomenal socio-economic progress of Bangladesh under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina under her Vision-2041 and Delta Plan-2100.

Both the State Minister and the Viet Nam Ambassador reiterated their strong commitment and readiness for further revitalizing the existing excellent bilateral relations, particularly in context of the milestone occasion of the Golden Jubilee of establishment of diplomatic ties between the two countries. Md. Shahriar Alam stressed the importance of more exchange of high level visits in order to infuse the bilateral relations with more dynamism and vitality.

Lauding the rapid economic growth of Viet Nam, State Minister Md. Shahriar Alam emphasized on an accelerated tapping into the potentials of trade and investment prevailing in Bangladesh by the Viet Nam business and investors for the mutual benefit of the two countries. He expressed his keen interest on the complementarity vis-à-vis the relocation of textile and fashion industry in Bangladesh and urged to create a more robust synergies among the business community of the two countries. He encouraged facilitation of more frequent business-to-business contacts to harness the optimum economic gains through deep and more diversified economic cooperation between the two countries.

The State Minister for Foreign Affairs urged Viet Nam to explore Bangladesh as a sourcing destination for products like, pharmaceuticals, ICT products and services, leather and leather goods, agro-products, ceramic products, bi-cycles, vegetable and fish-products, eco-friendly jute products, handicrafts, etc, in addition to the RMG, which would help achieve a better balance in the bilateral trade.

State Minister Md. Shahriar Alam appreciated Viet Nam’s continuous support in resolving the crisis of forcibly displaced Myanmar nationals and sought a more pro-active role from both ASEAN and Viet Nam on the repatriation of these people to their homeland in Myanmar. He also voiced caution that further prolongation of the crisis would have region-wide security implications as those people remain vulnerable to exploitation. The State Minister also sought Viet Nam’s stronger support for Bangladesh’s inclusion as a Sectoral Dialogue Partner of the ASEAN on an expeditious basis.

The State Minister congratulated the Ambassador on his successful completion of duty in Dhaka and for his valuable contributions for further strengthening Bangladesh-Viet Nam bilateral relations despite difficulties posed by the pandemic.

The Ambassador thanked the Government of Bangladesh and the Ministry of Foreign Affairs for every support during his assignment in Dhaka.

The envoy also called on Foreign Secretary (Senior Secretary) Ambassador Masud Bin Momen today and discussed issues of bilateral interests.

#

Reza/Rahat/Enayet/Sanjib/Rafiqul/Mamhud/Likhon/2023/2010 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২০২

**সরকার দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেছে**

 **--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে সাংস্কৃতিক সম্পদ ও বৈচিত্র্য রক্ষায় ম্যান্ডেট অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য তথা সাংস্কৃতিক সুরক্ষায় যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের অর্থায়নে মোগল আমলে নির্মিত লালবাগ দুর্গের ঐতিহাসিক হাম্মামখানার সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর লালবাগ দুর্গ মিলনায়তনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Ambassadors Fund For Cultural Preservation (AFCP) প্রোগ্রামের অর্থায়নে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ÔRestoring, Retrofitting and 3D Architectural Documentation of Historical Mughal Hammam of Lalbag FortÕ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক চন্দন কুমার দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। প্রকল্পটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন প্রকল্পের পরামর্শক ও সংরক্ষণ স্থপতি প্রফেসর ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ।

 প্রধান অতিথি বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হাম্মামখানার পাশাপাশি বেশকিছু ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা সংস্কার-সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে অবস্থিত বড় সরদার বাড়ি দৃষ্টিনন্দনভাবে সংস্কার করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাধ্যমে সোনারগাঁওয়ের ঐতিহাসিক পানাম সিটির সংস্কার-সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, ডকুমেন্টেশনের কাজ চলমান রয়েছে। এটি সফলভাবে সমাপ্ত হলে দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণে একটি মাইলফলক অর্জিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

 মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস বলেন, বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রসার, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অগ্রাধিকার। আগামী প্রজন্মের জন্য আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

 উল্লেখ্য, এক লাখ পঁচাশি হাজার নয়শত তেত্রিশ মার্কিন ডলার ব্যয়ে সমাপ্ত প্রকল্পটির কাজ ২০২০ সালে শুরু হয়। প্রকল্পের কাজে পরামর্শক হিসেবে তিনজন বিশেষজ্ঞ ও একটি বিশেষায়িত ফার্ম নিয়োজিত ছিল।

#

ফয়সল/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর: ১২০১

**জলবায়ু ফান্ডে প্রুতিশ্রুত অর্থ ছাড় না করলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর এসডিজি অর্জন দুরূহ হবে**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ):

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। উন্নত বিশ্বে কার্বন নির্গমনের হার মাথাপিছু যেখানে ছয় টনের অধিক সেখানে বাংলাদেশ মাত্র শূন্য দশমিক ৪ ভাগ কার্বন নিঃসরণ করেও জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন।

মন্ত্রী আজ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আয়োজনে এবং ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ‘বিশ্ব পানি দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে ‘পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংকট সমাধানে পরিবর্তন ত্বরান্বিতকরণ’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ কাজ করছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে যে পরিমাণ আর্থিক সামর্থ্যের প্রয়োজন তার ঘাটতি রয়েছে। উন্নত বিশ্ব তাদের প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড় না করলে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এসডিজি বাস্তবায়নে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবেও বলে জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী জানান, সরকার ঢাকা শহরে প্রয়োজনীয় পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। কৃষি, গৃহস্থালি ও শিল্পে পানি প্রয়োজন উল্লেখ করে তিনি বলেন, নিরবচ্ছিন্ন ও সুপেয় পানি সরবরাহের উৎসগুলো নিরাপদ ও দূষণমুক্ত রাখতে হবে। পানি ব্যবহারে সবাইকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, সুপেয় পানির পরিমাণ নির্দিষ্ট তাই পানির যথেচ্ছ অপচয় করলে এই সম্পদ ফুরিয়ে যাবে।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ ভাটির দেশ হওয়ায় উজানে পানির গতিপথ কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন করলে বাংলাদেশের পরিবেশ ও জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দীন আহমেদ এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বুয়েটের ডাইরেক্টর অধ্যাপক ড. তানভীর আহমেদ ও এনজিওর ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ এর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর এসএমএ রশিদ।

এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন সুইডিশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিনডে, ইউনিসেফ বাংলাদেশ প্রতিনিধি শেলডন ইয়েট এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ড. বারডান ইয়াং রানা। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের মহাপরিচালক মোহাম্মদ সারোয়ার বারী।

#

 হেমায়েত/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২০০

**বিএসটিআই কর্তৃক হালাল ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেট প্রদান**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 আজ ঢাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক হালাল ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন প্রধান অতিথি হিসেবে এ সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এবং এফবিসিসিআই’র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু। এতে অন্যদের মধ্যে বিএসটিআই’র মহাপরিচালক মোঃ আবদুস সাত্তারসহ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিএসটিআই’র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 হালাল সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বেঙ্গল মিট প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, পাবনার ৩০টি পণ্য; প্রাণ এগ্রো লিমিটেড, একডালা, নাটোরের ১৮টি পণ্য এবং রেনাটা লিমিটেড, ঢাকার ২টি পণ্যের অনুকূলে হালাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

 এছাড়া এমারেলড অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ফর্টিফায়েড রাইস ব্র্যান অয়েল; বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অভ্ সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর আইটি ও সফটওয়্যার বেইজ; ইম্পেরিয়া ফুডস্ এর ফর্টিফায়েড রাইস কার্নেল; ইস্টার্ন সিমেন্ট লিমিটেডের সিমেন্ট; আরকে সিরামিক বাংলাদেশ লিমিটেডের টাইলস এন্ড স্যানিটারি ওয়্যার; এসএসটি বেভারেজ লিমিটেডের ফ্রুট ড্রিংকস, ড্রিংকিং ওয়াটার এন্ড কার্বনেটেড বেভারেজ; অ্যালপাইন ফ্রেস ওয়াটার লিমিটেডের ড্রিংকিং ওয়াটার; বেবি নিউট্রিশন লিমিটেডের দুগ্ধজাত শিশুখাদ্য প্যাকেটজাতকরণ; গার্ডিয়ান নেটওয়ার্ক এর ট্রেনিং এবং কনসালটেনসি; বাম্বেলবি বাংলাদেশ লিমিটেডের মোবাইল সিম কার্ড; বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্লেড; কোয়ালিটি সলিউশন লিমিটেডের ক্যালিব্রেশন; বিল্ডিং কেয়ার লিমিটেডের কেমিক্যাল এডমিক্সার; ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর ট্রান্সফরমার এবং দেশবন্ধু ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেডের ফ্রুট ড্রিংকস এন্ড বেভারেজ এর অনুকূলে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

 উল্লেখ্য, রপ্তানি বাণিজ্যে সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশি পণ্যের অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ধরনের সনদ প্রদান করা হয়।

#

মাহমুদুল/রাহাত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯৫

**বাংলাদেশ-ভুটানের ব্যবসা-বাণিজ্য আরো সহজতর হবে**

 **--বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর করার লক্ষ্যে ‘Agreement on the Movement of Traffic-in-Transit and Protocol’ স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ ভুটানের থিম্পুতে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এবং ভুটানের শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী Karma Dorji ট্রানজিট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ভুটানের শিল্প বাণিজ্য কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব দাশ তাশি ওমাং এবং শক্তি ও নবায়নযোগ্য সম্পদ বিষয়ক সচিব দাশ কর্মা শেরিং, ভুটান চেম্বার অভ্‌ ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি এবং ভুটানের বিভিন্ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকবৃন্দসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, যুগান্তকারী এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য আরো সহজতর হওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্য সম্পর্ক নতুন মাত্রা পাবে। স্বাক্ষরিত চুক্তি দেশের জন্য কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সংযোগ এবং কৌশলগত সুবিধা বয়ে আনবে বলেও জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক ভ্যালু চেইন সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে চায়। এর অংশ হিসেবে চারিদিকে স্থলভাগ বেষ্টিত ভুটানকে বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তির আওতায় বিমান, রেল, স্থল, নৌবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করছে।

এ চুক্তির ফলে উভয় দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক যোগাযোগে ব্যাপক প্রসার ঘটবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভুটানের পণ্য রপ্তানি ও আমদানি করলে বাংলাদেশ বিভিন্ন ফি এবং চার্জ পাবে। এছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটবে। ট্রানজিট এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহ অধিকতর কর্মক্ষম হবে এবং রাজস্ব আয় বাড়বে। অধিকন্তু কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ বন্দরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর ভুটানের মন্ত্রী, সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সাথে বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি মাশরুমসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাণিজ্য বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

উল্লেখ্য, তিন দফা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে এ চুক্তি এবং এর আওতায় প্রোটোকল চূড়ান্ত করা হয়। গত ১৩ মার্চ ২০২৩ তা মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। ইতোপূর্বে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) কে সম্পাদিত চুক্তি ও প্রোটোকল অধিকতর কার্যকর করবে। স্বাক্ষরিত চুক্তিটি উভয় দেশ কর্তৃক রেটিফিকেশনের পরে কার্যকর হবে।

#

হায়দার/রাহাত/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/১৬৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯৯

**পাকিস্তান আমল কোন্ সূচকে বাংলাদেশের চেয়ে ভালো ছিল প্রমাণ করুন**

 **-- মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, বিএনপি’র নেতারা দাবি করছে পাকিস্তান আমল নাকি ভালো ছিল। পাকিস্তান আমল কোন্‌ সূচকে বর্তমান বাংলাদেশের চেয়ে ভালো অবস্থানে ছিল তথ্য-উপাত্তসহ প্রমাণ করতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 আজ রাজধানীর প্রেসক্লাবে কানাডা প্রবাসী লেখক অ্যালভিন দিলীপ বাগচী রচিত ‘বাংলার স্থপতি’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান ।

 মন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানি জেনারেলরা পরাজিত হয়ে চলে গেছে কিন্তু তাদের প্রেতাত্মা স্বাধীনতাবিরোধীরা এদেশে এখনো রয়ে গেছে। তারা পরাজয়ের গ্লানি এখনো ভুলতে পারেনি। তাই সুযোগ পেলেই পাকিস্তানের প্রশংসা করতে কার্পণ্য করে না। সেজন্য এখনও শোনা যায় এরা নাকি পাকিস্তান আমলে ভালো ছিল। তিনি বলেন, যারা বলে পাকিস্তান আমল ভালো ছিল, ব্যালটের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক কবর রচনা করতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর অবদানকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে অর্থ খরচ করে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধীরা অপপ্রচার চালায়। অনেক লেখককে ভাড়া করে বই লেখানো হয়েছে, সংবাদপত্রে নিউজ করানো হয়েছে। যার সবই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা গেলেও তাঁর আদর্শকে হত্যা করা যায়নি ।

 আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সাদেকুল আরেফিন মতিন, সাবেক সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রতিনিধি মোঃ শহীদুল্লাহ খন্দকার ও লেখক অ্যালভিন দিলীপ বাগচী বক্তৃতা করেন।

#

সুফি/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৬০৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর: ১১৯৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ):

           স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ২৭ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৪৭৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৬ হাজার ৭৪০ জন।

                                                      #

সুলতানা/রাহাত/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/১৭৪৫ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i: ১১৯৭

**পায়রা বন্দরে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জাহাজ ভিড়বে এপ্রিলে**

XvKv, 8 ˆPÎ (22 gvP©):

আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পায়রা বন্দরে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জাহাজ ভিড়বে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পায়রা বন্দরের ‘প্রথম টার্মিনাল’ উদ্বোধন করা হবে। ১০ দশমিক ৫ মিটার ড্রাফটের এবং ২২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের জাহাজ আসবে। পায়রা বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের কাজ ২৬ মার্চ সম্পন্ন হবে। তখন পোর্টটি আরো বেশি কার্যকর হবে। বড় বড় জাহাজ আসবে। ইতোমধ্যে ইনার ও আউটারবারে মার্কিং, বয়া বাতি বসানো হয়েছে। ইনারবারে ১৫টি জাহাজ রাখা যাবে । সেখানে লোডিং আনলোডিং কার্যক্রম চলবে। ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ৪ হাজার ২০০ পরিবারের প্রতিটি পরিবারের ন্যূনতম একজন সদস্যকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের মাটি দিয়ে এক হাজার একর জমি ভরাট করা হয়েছে।

আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত জিওবি ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা বৈঠকে এসব তথ্য জানানো হয়।

বৈঠকে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন । মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, পায়রা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম সোহায়েলসহ সংস্থা প্রধানগণ সরাসরি ও অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

বৈঠকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ‍্যে কাজগুলো সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৬০৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯৬

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে ফিনল‌্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

**ফিনল‌্যান্ড বাংলাদেশে ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

ফিনল‌্যান্ড বাংলাদেশে ডিজিটাল সংযুক্তি, ফাইভ-জি এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত Ritva Koukku Ronde আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সাথে সাক্ষাৎকালে ফিন‌ল‌্যান্ডের এ আগ্রহের কথা ব‌্যক্ত করেন।

বৈঠককালে উভয়পক্ষ ডিজিটাল সংযুক্তি, ফাইভ-জি এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয় ছাড়াও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশ ও ফিনল‌্যান্ড বন্ধুপ্রতিম দেশ দুটির বিদ‌্যমান সম্পর্কের উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ফিনল‌্যান্ড বাংলাদেশের পরীক্ষিত এক বন্ধু দেশ। তিনি ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতকে গত ১৪ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সফলতার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের স্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে জানান। তিনি বলেন, ২০০৮ সালে বাংলাদেশে মাত্র সাড়ে সাত জিবিপিএস ইন্টারনেট ব‌্যান্ডউইদথ ব‌্যবহৃত হতো, বর্তমানে তা ৪১০০ জিবিপিএস এ উন্নীত হয়েছে। সে সময় ইন্টারনেট ব‌্যবহারকারীর সংখ‌্যা ছিলো মাত্র ৮ লাখ। বর্তমানে ১৩ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব‌্যবহার করছে। ২০৩০ সালে দেশে ইন্টারনেট ব‌্যান্ডউইদথের চাহিদা দাঁড়াবে ৩০ হাজার জিবিপিএস বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের চাহিদা মেটানোর পর ভারতের ত্রিপুরায় ব‌্যান্ডউইদথ রপ্তানি হচ্ছে। সৌদি আরব, ফ্রান্স এবং মালয়েশিয়াতে ব্যান্ডউইদথ রপ্তানির বিষয়টিও এ সময় মন্ত্রী উল্লেখ করেন। এছাড়া ভারতের আসাম ও মেঘালয় এবং ভুটান ব‌্যান্ডউইদথ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে তিনি জানান।

এসময় ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, দেশে পর্নসাইট ও জুয়ার সাইট বন্ধ করা হয়েছে। এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ‌্যমে কমিউনিটি স্ট‌্যান্ডার্ড সমর্থন করে না এ ধরনের কনটেন্ট বন্ধে কার্যকর প্রযুক্তিগত সহায়তা আমাদের প্রয়োজন। এ বিষয়ে ফিনল‌্যান্ডের কারিগরি সহযোগিতা প্রত‌্যাশা করেন মন্ত্রী।

বৈঠকে ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের  ডিজিটাল সংযুক্তিসহ ডিজিটাল অবকাঠামো খাতে অর্জিত সফলতার  প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশ কীভাবে ডিজিটাইজ কর্মসূচি সফল করেছে এ বিষয়ে ফিনল‌্যান্ড অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের ডিজিটাল কর্মসূচি বিশ্বব‌্যাপী অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সঙ্গে ফিনিশ মাল্টিমিডিয়া টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি নোকিয়ার মধ্যে সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করেন।

#

শেফায়েত/রাহাত/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/১৬৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯৪

**তামাক একটি মরণ নেশা**

 **--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, তামাক একটি মরণ নেশা এবং ভয়াবহ ব্যাধি। তামাক শুধু মৃত্যুর কারণ নয়, তামাক সেবনে অসংক্রামক রোগ বিশেষ করে স্ট্রোক, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, কিডনির সমস্যা ইত্যাদি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মিলনায়তনে মিশন কর্তৃক আয়োজিত ‘ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণ সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২২’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 তামাক ও ধূমপান নিয়ে নিজের জীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমি মারাত্মক চেইন স্মোকার ছিলাম। যার ফলস্বরূপ বুক ধড়ফড়, হাঁচি-কাশিসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগতাম। ধূমপানের ভয়াবহ পরিণতি হিসেবে সর্বশেষ ২০০৩ সালের দিকে হৃৎপিণ্ডে শতকরা ৬৭ ভাগ ব্লক ধরা পড়ে। পরে ওপেন হার্ট সার্জারির মাধ্যমে সে যাত্রা রক্ষা পাই। প্রধান অতিথি বলেন, সেই ২০০৩ সালে যে ধূমপান ছেড়েছি, বিগত ২০ বছরে আর সেটি ছুঁয়েও দেখিনি। মহান আল্লাহর রহমতে এরপর থেকে বেশ সুস্থ আছি।

 কে এম খালিদ বলেন, মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। সাংবাদিকদের তাদের লেখনীর মাধ্যমে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২২ প্রদান একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ ও প্রশংসার যোগ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে সাংবাদিকরা তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আরো নতুন নতুন রিপোর্টিংয়ে আগ্রহী ও উৎসাহী হবেন।

 ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুল আজিজ ও রেলপথ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য মোঃ সাইফুজ্জামান শিখর।

 অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী হোসেন আলী খন্দকার, বিএফইউজে'র সাবেক সভাপতি ও টিভি টুডের প্রধান সম্পাদক মনজুরুল আহসান বুলবুল এবং ‘ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশ’ এর লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। স্বাগত বক্তৃতা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

 প্রতিমন্ত্রী পরে রাজধানীর কাঁঠালবাগানে সদ্য সমাপ্ত ‘অমর একুশে বইমেলা ২০২৩’ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ বুলেটিন ‘ছুটির দিনের বইমেলা’র উদ্যোগে ‘আর্টলিট সেরা বই পুরস্কার ২০২৩’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

#

ফয়সল/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯৩

**দাম বাড়িয়ে তামাকের ব্যবহার কমাতে হবে**

 **--ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 দাম বাড়িয়ে তামাকের ব্যবহার কমাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

 আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন এবং কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে ধূমপান ও তামাকবিরোধী শপথপাঠ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাদক-তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। ধূমপানের ক্ষতি থেকে অধূমপায়ীদের রক্ষায় প্রকাশ্যে ধূমপান বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রচলিত সিগারেটের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক সিগারেটও আইনের আওতায় আনতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করতে কাজ করছে।

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে তামাকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সকলের দায়িত্ব।

 স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শারিতা মিল্লাত সিআইপি’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. নিজাম উদ্দিন আহমেদ, টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর উপদেষ্টা মোঃ আতাউর রহমানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা।

#

আসিফ/রাহাত/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৬০৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯২

**আগামী ২৩ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য আগামী ২৩ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।

 সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

#

মিজানুর/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/কলি/মাসুম/২০২৩/১২৩০ ঘণ্টা

**\* চাঁদ দেখা সাপেক্ষে প্রচার করতে হবে**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯১

**পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা,** ৮ চৈত্র **(**২২ মার্চ**) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘পবিত্র মাহে রমজান’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

সিয়াম সাধনা ও সংযমের মাস পবিত্র মাহে রমজান আমাদের মাঝে সমাগত। পবিত্র এ মাসে আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে ও সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্যলাভ এবং ক্ষমা লাভের অপূর্ব সুযোগ হয়। সিয়াম ধনী-গরিব সবার মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করে ।

আসুন, পবিত্র মাহে রমজানের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবতীয় ভোগবিলাস, হিংসা-বিদ্বেষ, উচ্ছলতা ও সংঘাত পরিহার করি এবং জীবনের সর্বস্তরের পরিমিতিবোধ, ধৈর্য্য ও সংযম প্রদর্শনের মাধ্যমে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করি। সকল প্রকার কুসংস্কার পরিহার করে আমরা শান্তির ধর্ম ইসলামের চেতনাকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠা করি। সিয়াম পালনের পাশাপাশি বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করি ও ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকি ।

মহান আল্লাহ আমাদের জাতীয় জীবনে পবিত্র মাহে রমজানের শিক্ষা কার্যকর করার তাওফিক দান করুন। মাহে রমজান আমাদের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি, সকলের জীবন মঙ্গলময় হোক। পবিত্র মাহে রমজানে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মুসলিম জাহানের উত্তরোত্তর উন্নতি, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করছি।

মহান আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন, আমিন ।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/কলি/মাসুম/২০২৩/১৪০০ ঘণ্টা

\*চাঁদ দেখা সাপেক্ষে প্রচার করতে হবে

**\* চাঁদ দেখা সাপেক্ষে প্রচার করতে হবে**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯০

**পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পবিত্র মাহে রমজান আমাদের মাঝে সমাগত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

বরকতময় মাহে রমজান মাস মহান আল্লাহর নৈকট্য এবং তাকওয়া অর্জনের অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। সংযম, আত্মশুদ্ধি ও ক্ষমালাভের জন্য যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় মাসটি পালন করে থাকে। সিয়াম সাধনা ধনী-গরীব সকলের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করে। রমজানের পবিত্রতা ও তাৎপর্য অনুধাবন করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সকলে অবদান রাখবেন - এ প্রত্যাশা করি।

করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দায় পতিত। বাংলাদেশও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন। এমতাবস্থায় দেশে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। পবিত্র রমজান মাসে খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে আমি দেশের ব্যবসায়ী সমাজকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আমি একই সাথে সমাজের সচ্ছল জনগোষ্ঠীকে অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। রমজানের মহান শিক্ষা সমাজের সকল স্তরে ও সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক। রমজানের পবিত্রতায় সকলের জীবন ভরে উঠুক। মহান আল্লাহ আমাদের রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত দান করুন - আমিন।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/কলি/মাসুম/২০২৩/১৫৪৮ ঘণ্টা

\* চাঁদ দেখা সাপেক্ষে প্রচার করতে হবে

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৮৯

**মার্কিন মানবাধিকার প্রতিবেদন পক্ষপাতদুষ্ট সূত্রনির্ভর**

 **-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

**ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :**

পক্ষপাতদুষ্ট সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে করা মার্কিন মানবাধিকার প্রতিবেদন একপেশে’ বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব নিউজপেপার প্রেস ওয়ার্কার্স ও বাংলাদেশ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘দেখুন একটি সূত্র থেকে নয়, সরকারবিরোধী এবং পক্ষপাতদুষ্ট বিভিন্ন সূত্র থেকে তারা তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছে। সুতরাং সেই প্রতিবেদনটা একপেশে। অবশ্যই পুরো প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করছি না কারণ সেখানে অনেক ভালো কথাও বলা আছে। তবে সার্বিকভাবে আমাদের মানবাধিকার, নির্বাচন, গণতন্ত্র সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয়াদি আছে সেগুলো পক্ষপাতদুষ্ট।’

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়েও তো অনেক প্রশ্ন আছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প তো এখনো নির্বাচনে পরাজয় মেনে নেননি। সেটির প্রেক্ষিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে যেভাবে ক্যাপিটল হিলে হামলা হয়েছে, সে ধরণের ন্যাক্কারজনক ঘটনা তো আমাদের দেশে কখনো ঘটে নাই। সুতরাং নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগে তাদের নিজেদের নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে যে প্রশ্নগুলো আছে বা তাদের নির্বাচন হওয়ার পর ক্যাপিটল হিলে যে হামলা, সেই বিষয়গুলোর দিকে তাদের তাকানো প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।’ ‘ভবিষ্যতে অন্য কোনো বড় দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার কিম্বা নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে প্রতিবেদন দেয় কি না, সেটিও দেখার বিষয়’ বলেন তিনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাঝেমধ্যে বাংলাদেশে বিচার বহির্ভূত হত্যা নিয়ে কথা বলে -এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের দিকে তাকালে দেখা যায় ২০১৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে ৭ হাজার ৬৬৬ জন, ২০২০ সালে ৯৯৬ জন, ২০২১-২০২২ সালে গড়ে প্রায় ১ হাজার জন।’

তিনি বলেন, ‘যেই দেশে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১ হাজার মানুষ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়, সেখানে অন্য দেশকে নিয়ে প্রশ্ন তোলার নৈতিক অধিকার কতটুকু আছে, সেটিই হচ্ছে প্রশ্ন। আমাদের দেশে যে কখনো এমন হয় না আমি সেটি বলছি না। কিন্তু সেগুলোর তদন্ত হয় এবং তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তিও বিধান করা হয়।’

এর আগে সংবাদপত্র কর্মচারি ফেডারেশনের সভাপতি মতিউর রহমান তালুকদার এবং ফেডারেল ইউনিয়ন অব নিউজপেপার প্রেস ওয়ার্কার্সের সভাপতি মো: আলমগীর হোসেন খান সংগঠন দু’টির সদস্যদের কর্মক্ষেত্রের নানা বিষয় উত্থাপন করেন। সংবাদপত্র কর্মচারি ও নিউজপেপার প্রেস শ্রমিকদের জন্য করোনাকালীন সহায়তা, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কল্যাণ ফান্ড গঠনসহ ১১ দফা দাবি তুলে ধরে মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন তারা। মন্ত্রী বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুবিবেচনার আশ্বাস দেন।

মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো: কাউসার আহাম্মদ, সংবাদপত্র কর্মচারি ফেডারেশনের সহসভাপতি মো: বজলুর রহমান মিলন, মহাসচিব মো: খায়রুল ইসলাম, সদস্য মো: তানভীর হোসাইন, মো: আমিনুল ইসলাম, মো: আব্দুল গফুর, মো: রফিকুল ইসলাম, হাবিবুল্লাহ, মো: শাহাদাত হোসেন, আব্দুল কাদির, মো: হামিদুর রশিদ খান, আবিদা সুলতানা এবং ফেডারেল ইউনিয়ন অব নিউজপেপার প্রেস ওয়ার্কার্সের সহসভাপতি শামীম চৌধুরী, মহাসচিব মো: কামাল উদ্দিন, সদস্য মো: রাজ্জাক পাটোয়ারি, এ এইচ এম নাজমুল আহসান, মো: মোস্তাক আহমদ, তাজাম্মেল হক, মো: ইউসুফ আলী, মো: আবদুল মান্নান, মো: আতিউর রহমান, মো: লিয়াকত আলী ও সেলিনা আক্তার ইতি বৈঠকে অংশ নেন।

#

আকরাম/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/কলি/মাসুম/২০২৩/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৮৮

**ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার বন্ধে সজাগ রয়েছে সরকার**

**জেনেভায় মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারকে আইনমন্ত্রী**

জেনেভা, ২২ মার্চ :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার বন্ধের ব্যাপারে সজাগ রয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এ সংক্রান্ত আইনের গুড প্রাকটিস নিয়ে আলোচনা করছে। আইনটি নিয়ে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও পরামর্শ করা হচ্ছে ।

গতকাল জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার তার্ক -এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এসব কথা জানান। এসময় জেনেভায় জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোঃ সুফিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল অফিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার কথা মন্ত্রী হাই কমিশনারকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের কার্যকর উদ্যোগের ফলে এই আইনের অপব্যবহার বর্তমানে অনেক কমেছে।

আইনমন্ত্রী জানান উপাত্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার উপাত্ত সুরক্ষা আইন প্রণয়নের কাজ করছে। সম্প্রতি প্রস্তাবিত আইনের একটি খসড়া প্রকাশিত হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, আইনটি নিয়ে সরকার বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে পরামর্শ করছে। বৈঠকে হাই কমিশনার জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের পঁচাত্তর বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর অফিসের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

বৈঠকে বাংলাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারে জাতিসংঘের সাথে একযোগে কাজ করতে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন আইনমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের প্রচেষ্টাকে সফল করতে জাতিসংঘের অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

#

রেজাউল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/কলি/মাসুম/২০২৩/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৮৭

**বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়তা দিবে ফিনল্যান্ড**

**ঢাকা,** ৮ চৈত্র **(**২২ মার্চ**) :**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সাথে আজ আগারগাঁওস্থ আইসিটি বিভাগের অফিস কক্ষে বাংলাদেশ ও ভারতে নিযুক্ত ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রিতভা কাউক্কু-রুনদির নেতৃত্বে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

বৈঠকে বাংলাদেশের সাথে ফিনল্যান্ডের ৫জি নেটওয়ার্ক, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি বিনিময়, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম বিনির্মাণে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার বিষয়ে ফলপ্রসু আলোচনা হয়।

বৈঠককালে প্রতিমন্ত্রী তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সার্বিক অগ্রগতি এবং ২০৪১ সালের স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট সোসাইটি এ ৪টি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের সার্বিক রূপরেখা রাষ্ট্রদূতের কাছে তুলে ধরেন। উভয় দেশের আইসিটি খাতের স্টার্টআপদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে বিটুবি ম্যাচ মেকিং তৈরির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় এবং আইসিটি খাত পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে এগিয়ে। তিনি ৫জি, স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশ এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের সাথে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এসময় প্রতিনিধি দলে আইসিটি বিভাগ ও দূতাবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/কলি/মাসুম/২০২৩/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৮৬

**ইউরোপীয় তৈরি পোশাক আমদানিকারকদের প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ**

 **- পরিবেশমন্ত্রী**

কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ২২ মার্চ :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, ইউরোপীয় তৈরি পোশাক আমদানিকারকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে মানসম্পন্ন পোশাক আমদানির জন্য বাংলাদেশই প্রথম পছন্দ। তিনি জানান, গতবছর বাংলাদেশ পশ্চিমা দেশগুলোতে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সফটওয়্যার রপ্তানি করেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতি। মহামারি সত্ত্বেও, আমাদের অর্থনীতি গত অর্থবছরে ৭ দশমিক ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে সক্ষম হয়েছে। মাথাপিছু জিডিপি এখন ২ হাজার ৮৪০ ইউএস ডলার, গত এক দশকে যা চারগুণ বেড়েছে।

বাংলাদেশের ৫২তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার বিকেলে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে ক্রাউন প্লাজা হোটেলে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের মুক্তি এবং নিপীড়িতদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ভস্ম থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করেছেন। জনগণ এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে।

বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক গত বছর কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি করেছে, এ কথা উল্লেখ করে শাহাব উদ্দিন বলেন, ডেনমার্ক বাংলাদেশের প্রধান উন্নয়ন অংশীদার। এটি বিভিন্ন খাতে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল্যবান সহায়তা প্রদান করে চলেছে। ডেনমার্ক এখন বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির বৃহত্তম গন্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। গত অর্থবছরে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করার প্রসঙ্গ তুলে এক্ষেত্রে পরিবেশমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ডেনমার্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এ কে এম শহীদুল করিম, ডেনমার্কের স্টেট সেক্রেটারি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি লোটে ম্যাচন, কূটনৈতিক কোরের সদস্যরা এবং ডেনমার্কে বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/কলি/মাসুম/২০২৩/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৮৫

**গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে তোরণ তৈরি করা যাবে না**

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

 মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজধানীর গাবতলী থেকে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে যেকোনো ধরনের তোরণ, ব্যানার, ফেস্টুন এবং পোস্টার লাগানো থেকে বিরত থাকতে সর্বসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

 সম্প্রতি এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এ অনুরোধ জানিয়েছে।

#

শামছুর/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/কলি/আসমা/২০২৩/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৮৪

**রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘের বিশেষ দূতকে**

**আরো জোরালো ভূমিকা পালনের আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

নিউইয়র্ক ২২ মার্চ :

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত নোলিন হেজারকে রাখাইনে রোহিঙ্গা পরিস্থিতির উন্নয়নে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি অন্যান্য সকল অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ততা আরো বাড়ানোর অনুরোধ করেছেন। বিশেষ করে রোহিঙ্গা সংকটের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে তা দ্রুত সমাধানের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

গতকাল নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে বিশেষ দূতের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এ আহ্বান করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

 রোহিঙ্গা বিষয়ে সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত বিভিন্ন রেজুলেশনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেষ দূতকে রোহিঙ্গাদেরকে তাদের নিজ মাতৃভূমি মিয়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বহুমুখী কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে এবং আসিয়ান নেতৃত্বসহ সকল বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক নেতাদের সাথে ‌আরো সম্পৃক্ততা বাড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘সুযোগ দেওয়া হলে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হতে পারে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে’।

কক্সবাজার ও ভাসানচরে অবস্থিত অস্থায়ী ক্যাম্পে মিয়ানমারের পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনসহ রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন মানবিক উদ্যোগ ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহের কথা তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ প্রেক্ষিতে তিনি বিশেষ দূতকে রোহিঙ্গাদের জন্য তাদের সবচেয়ে জরুরি চাহিদা যেমন, খাদ্য, শিক্ষা, আশ্রয় ও স্বাস্থ্যসেবা মেটাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহ করতে কাজ করার আহ্বান জানান।

পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নেদারল্যান্ডসের রাজা উইলেম-আলেকজান্ডার এবং তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ইমোমালি রহমানের সাথে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে নৈশভোজে যোগদান করেন।

উল্লেখ্য, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২২ থেকে ২৪ মার্চ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পানি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

#

মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/কলি/আসমা/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৮৩

**বিশ্ব আবহাওয়া** **দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা,** ৮ চৈত্র **(**২২ মার্চ**) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৩ মার্চ ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার ১৯৩টি সদস্য-রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশেও আজ ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস- ২০২৩' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘The Future of Weather, Climate and Water Across Generations’ প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ১৪ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব এবং ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাত, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, খরাসহ অন্যান্য চরম আবহাওয়ায় আগাম সতর্কতা এবং আগাম পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে । উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালে সংঘটিত স্মরণকালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। এই দুর্যোগের বিষয়ে আগাম কোনো সতর্কতাই দেয়নি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। স্বাধীনতার পরপরই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কবার্তা প্রদানের লক্ষ্যে কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় দুইটি রাডার স্থাপন করেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘূর্ণিঝড় থেকে জনগণের জানমাল রক্ষায় সেই সময় ১৭২টি উঁচু মাটির কিল্লা তৈরি করেন, যা ‘মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত।

আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনকে প্রাধান্য দিয়ে ১০০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির কারণে বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট দুর্যোগও বাড়ছে । দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা ও দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জানতে মোবাইলে ‘১০৯০’ নম্বরে টোল ফ্রি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। আমাদের সরকার কৃষি-আবহাওয়া পূর্বাভাস ও পরামর্শ সেবার মান উন্নয়নে সাতটি নতুন কৃষি- আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপনসহ কৃষি- আবহাওয়া বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করেছে। পাঁচটি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, নয়টি ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং ১৪টি নদী বন্দরে নৌ-দুর্ঘটনা প্রশমনের লক্ষ্যে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে । এছাড়া স্থাপন করা হয়েছে তিনটি স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন। দুইটি আধুনিক ডপলার রাডার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। দেশের ১৩টি উপকূলীয় জেলায় স্যাটেলাইট টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে । আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত এসকল পদক্ষেপ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আজ বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে রোল মডেল। বিজ্ঞানভিত্তিক আবহাওয়া ও জলবায়ুর উন্নততর পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নে ‘বাংলাদেশ আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবা প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-এ)' চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আবহাওয়া পরিসেবার মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা-ই আসুক না কেন তা মোকাবিলার জন্য আমি সকলকে সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাই ।

আমি আশা করি, এ দিবস পালনের মাধ্যমে দেশবাসীর মাঝে আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে উঠবে এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য জন-সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

আমি ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/কলি/মাসুম/২০২৩/১১৩০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৮২

**বিশ্ব আবহাওয়া** **দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা,** ৮ চৈত্র **(**২২ মার্চ**) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৩ মার্চ ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব আবহাওয়া দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা কর্তৃক এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘The Future of Weather Climate and Water across Generations' যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ হলেও তা দিনে দিনে চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠছে। ফলে দেশের কৃষি, জনস্বাস্থ্য, মৎস্য, জীববৈচিত্র্যসহ সামগ্রিক ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার জন্য বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য বিদ্যমান প্রযুক্তির সাথে উন্নতর গাণিতিক মডেল, সর্বাধুনিক রাডার ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। ফলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের অধিকতর সঠিক ও আগাম পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার উচ্চ তাপমাত্রা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত সেবা দ্রুততার সাথে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

আমি ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/কলি/মাসুম/২০২৩/১১৩০ ঘন্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ